সেরা সব ল্যাপটপের বিস্তারিত তথ্য

সময় এখন ল্যাপটপের

প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাচ্ছে এর সুবিধার ব্যাপ্তি ততই বাড়ছে। এক সময়ের ডেস্কটপ কম্পিউটারের জায়গায় ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে ল্যাপটপ কম্পিউটার। সহজে বহনযোগ্য এবং নানা ধরনের সুবিধা সম্বলিত ল্যাপটপ কম্পিউটার বর্তমানে হাল আমলের ফ্যাশনেরও অংশ। শুধু তাই নয় নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের তালিকায় রয়েছে ল্যাপটপও। ল্যাপটপ নামটির সাথে এখন আর কারো আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার পড়ে না। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহারকারীমাত্রই একটি ল্যাপটপের কথা চিন্তা করেন। তাই ডেস্কটপ থাকলেও বাড়তি একটি ল্যাপটপ অনেকের কাছেই আর বিলাসিতা নয়। গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে গত বছরে কতগুলো ল্যাপটপ বিক্রি করেছেন বিক্রেতারা সেটা হিসেবে আনলেই এটা ধারণা করা সম্ভব। তার উপরে বিশেষ বিশেষ ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ বিশেষ উপযোগিতার বিশেষ বিশেষ ল্যাপটপ বাজারে আনবার জন্যে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল বিভিন্ন ল্যাপটপ ব্র্যান্ড। সে প্রতিযোগিতার ধারা বর্তমানে যে খুব একটা কমেছে তা বোধহয় বলা যায় না। আজ কেউ একটি কোর টু ডুয়ো ল্যাপটপ বাজারে ছাড়লে দেখা যায় কালই আরেকজন কোয়াড কোর ল্যাপটপ বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে বসেছে। কেউ বলছে তার ল্যাপটপে র‍্যাম বেশি তো অন্য একজন বলছে তার ল্যাপটপে হার্ডড্রাইভ বেশি। সম্প্রতি একটি নামী ব্র্যান্ড ঘোষণা দিয়েছে একটি মুলধারার ল্যাপটপের যেটা কিনা ১২ ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে পারে। মূলধারার ল্যাপটপের কথা আসলে মনে আসে অন্য ধারাটি আবার কি! সাধারণ ব্যবহারকারী, শিক্ষার্থী, সবসময় চলার ওপর থাকেন এমন অর্থাৎ মোবাইল ব্যবহারকারীদের কথা চিন্তা করে মুলধারার কম্পিউটিং-এর সকল সুবিধার পাশাপাশি একটি ছোট ডিভাইসের প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভূত হল, তখনই বাজারে এল যে ডিভাইসটি সেটা হল নেটবুক। না পাঠক, বানান ভুল নয়। নেটবুক আর নোটবুক একটু ভিন্ন ধরনের যন্ত্র। একটিকে যদি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ বলা যায় তবে অন্যটি কেবল টিন-এজ বালক। বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ল্যাপটপ। বিশেষ বিশেষ ব্যবহারকারী ধরে বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা ঘোষণা করে বিশেষ বিশেষ কনফিগারেশনের ল্যাপটপের ভিড়ে বাজারে পা রাখা দায়। আর ব্র্যান্ডেরও যেন শেষ নেই। তাই এরকম ভিড় ভাট্টার মাঝে আপনাকে সঠিক ল্যাপটপটি খুঁজে নিতে সাহায্য করবার জন্যে এবারের মাস্টারফাইল। লিখেছেন **ইশতিয়াক মাহমুদ**।

ল্যাপটপ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের প্রয়োজনে বাংলাদেশের সমস্ত ব্যবহারকারীকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রত্যেক ক্যাটেগরির ব্যবহারকারীর দরকার ও তারা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আশা করেন সেগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইকোনমি ইউজার

সাধারণত শিক্ষার্থী অথবা কম বাজেটের ব্যবহারকারীরা এ ধরনের ল্যাপটপ কিনে থাকেন। আবার কেউ কেউ বিশেষ সুবিধা, যেমন ছোট আকারের সুবিধার পাশাপাশি অনেক বেশি সময় ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবার জন্যেও এ ক্যাটেগরি পছন্দ করে থাকেন কারণ ইদানীংকার নেটবুক নামের ছোট ল্যাপটপগুলোকেও ইকোনমিক গ্রুপে ফেলা হয়েছে। এই গ্রুপের মাঝে যারা পড়েন তারা সাধারণত ল্যাপটপে অসাধারণ সব ফিচার আশা করেন না। সাধারণত ল্যাপটপে যেসব বেসিক ফিচার থাকে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। সাথে করে নিয়ে বেরোবার সুবিধা, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করবার সুবিধা এসবই তাদের কাছে প্রাধান্য পায়। তাই তাদের চাহিদার দিকে তাকিয়ে অল্প দামের মাঝে যতটুকু বাড়তি সুবিধা পাওয়া সম্ভব এরকম ল্যাপটপকেই এ গ্রুপে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪৫০০০ টাকার মধ্যের ল্যাপটপ।

সবার আগে নেটবুক: ইকোনমি পিসির কথা বলতে গেলে সবার আগে আসে নতুন নেটবুকগুলোর কথা। দামে সস্তা, আকারে ছোট, তুলনামুলকভাবে বেশি ব্যাকআপ টাইম, এসব ফিচার নেটবুককে করে তুলেছে অনেক জনপ্রিয়। বিশেষ করে তরুণরা এখন এর বড় ফ্যান। ব্যাগে করে নিয়ে সারা দুনিয়া টো টো করে ঘুরে বেড়াবার মত মজা কি আর বড়গুলোতে পাওয়া যায়! চার্জ হঠাৎ শেষ হবার ভয় নেই, এখানে সেখানে কোনায় বসে চ্যাট কিংবা বন্ধুদের মাঝে আড্ডা ... অনেক সুবিধা এর। বর্তমানে বাজারে বেশকিছু নেটবুক রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে -

ডেল: বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নেটবুকের মধ্যে অন্যতম ব্র্যান্ড হচ্ছে ডেল। ডেলের বিভিন্ন নেটবুকের মধ্যে রয়েছে ইন্সপিরেশন মিনি ডিভি নেটবুকটি। অ্যাটম প্রসেসর ১.৬৬ গিগাহার্জ সমৃদ্ধ এউ নেটবুকটিতে আছে এক গিগা র‌্যাম, ১৬০ গিগাবাইট

হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ১০.১ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপে-। কার্ড রিডার, অয়্যারলেস ল্যান, ১.৩ মেগাপিক্সেল ওয়েব ক্যাম। এর তিন সেলের ব্যাটারিটি একে ১.৫ থেকে ২.৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যক্ষম রাখতে পারে। রয়েছে এক বছরের ওয়ারেন্টি। সাথে ফ্রি ল্যাপটপ ব্যাগ। মুল্য ২৯,০০০ টাকা।

এইচ পি: এইচ পি মিনি ১১০-১১৬৯টি ইউ মডেলটি এইচপির নেটবুক পিসি। অ্যাটম ১.৬৬ গিগাহার্জ প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ১৬০ গিগা হার্ডড্রাইভ, ১০.১ ইঞ্চি এল সি ডি মনিটর, ১.৩ মেগা পিক্সেল ওয়েব ক্যাম, বিল্টইন

মাইক্রোফোন, ইথারনেট ল্যান, ব-টুথ-সহ অরিজিনাল উইন্ডোজ এক্স পি হোম এডিশন। মুল্য ২৯,০০০ টাকা।

লেনোভো: চীনের এই কোম্পানীটি দুঃসাহস দেখিয়েছিলো আইবিএম-এর ল্যাপটপ সেকশনটি কিনে নেবার। তাদের দুটি নেটবুক পিসি আছে, তার মাঝে একটি এখানে উলে-খ করা হল। লেনোভো আইডিয়া প্যাড এ স ১ ০ - ২ নেটবুকটি ইন্টেল অ্যাটম ১.৬৬ গিগাহার্জ প্রসেসর এর

সাথে অন্যদের মতই সমান র‌্যাম, হার্ডড্রাইভ ও ডিসপে- নিয়ে ফিচারগুলো। তবে বাড়তি আরও অনেক কিছুই আছে এতে। কার্ড রিডার, ফেস রিকগনিশন টেকনোলজি, জেনুইন উইন্ডোজ সেভেন, ডাটা রিকভারি সিস্টেম, উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেম এ নেটবুকটিকে করে তুলেছে বেশ আকর্ষণীয়। এর ছয় সেলের ব্যাটারিটি একে দিতে পারে প্রায় ৫.৫ থেকে ৬.৫ ঘণ্টার ব্যাকআপ টাইম। এক বছরের ওয়ারেন্টির সহ সাথে আছে ফ্রি ক্যারিয়িং কেস। মুল্য ৩১,৫০০ টাকা।

আসুস: বাজারে যারা প্রথম নেটবুক এনেছে তাদের মধ্যে আসুসকে অন্যতম বলে দেয়া যায় অনায়াসেই। তাদের ট্রিপল-ই নেটবুক পিসি বাজারে একটি স্ট্যাবল অবস্থান ধরে রেখেছে। আসুস ১১০১ এইচ এ মডেলটি অ্যাটম ১.৩৩ গিগাহার্জ প্রসেসর,

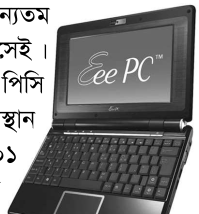

দুই গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডডিস্ক, হাই ডেফিনিশন অডিও, কার্ড রিডার, ব-টুথ, অয়্যারলেস ল্যান, ১.৩ মেগা পিক্সেল ওয়েবক্যাম সমৃদ্ধ। বিশেষ একটি ফিচার হল এর ১১.৬" এল সি ডি মনিটরটি। অন্যদের তুলনায় বেশ বড় হওয়াতে কাজের জন্য তুলনামুলক সুবিধাজনক। ছয় সেলের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি একে দিচ্ছে ৫ ঘণ্টার ব্যাকআপ টাইম। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই ল্যপটপটির মুল্য পড়ে ৩১,০০০ টাকা।

তোশিবা: নেটবুকের বাজারে তোশিবার নামটি সম্প্রতি বেশি করে শোনা যাচ্ছে। ল্যাপটপের দিকে বেশ ভাল ও পুরনো বাজার রাখলেও নেটবুকে তারা নতুন। তাদের নেটবুক এন বি ২০০-এ১০২এত আছে অ্যাটম ১.৬৬ গিগাহার্জ প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ১৬০ গিগা হার্ডড্রাইভ, ১০.১" এলসিডি ডিসপে-। কার্ড রিডার, ব-টুথ ও অয়্যারলেস ল্যান। তবে ল্যাপটপের ফিচারের তুলনায় এর মুল্য বেশি

বলে মনে হতে পারে। মুল্য ৩২,৫০০ টাকা।

এসার: এসারের একটা সুনাম আছে, আর সেটা হল অন্য অনেকের তুলনায় তারা মোটামুটি কম দামে পণ্য দিতে পারে। এই নেটবুকগুলোর ক্ষেত্রেও সে কথার ব্যতিক্রম হয়নি। যে কনফিগারেশনের নেটবুক তারা বাজারে ছেড়েছে, তার সমান কনফিগারেশনের অন্য ব্র্যান্ডের নেটবুকের মুল্য ক্ষেত্রবিশেষে চার বা পাঁচ হাজার টাকা বেশি। অ্যাসপায়ার ওয়ান ৫৩১ (লিনাক্স) মডেলের নেটবুকটির কনফিগারেশন অন্যদের মতই। অ্যাটম ১.৬০ গিগা হার্জ প্রসেসর, এক

গিগা র‌্যাম, ১৬০ গিগা হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ১০.১" এলসিডি ডিসপে- ওয়েবক্যাম, কার্ড রিডার, ব-টুথ, অয়্যারলেস ল্যান ইত্যাদি ফিচার রয়েছে। তিন সেলের ব্যাটারি একে প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাকআপ টাইম দিতে পারবে। মুল্য ২৪৮০০ টাকা। এর একটু আপগ্রেড মডেল হলো অ্যাসপায়ার ওয়ান ৫৩১ (এক্সপি)। এর কনফিগারেশন প্রায় সমান, পার্থক্য কেবল এটিতে ছয় সেলের ব্যাটারি আছে যেটা আপনাকে দেবে প্রায় সাত ঘণ্টা ব্যাকআপ। তাছাড়া সাথে থাকছে জেনুইন উইন্ডোজ এক্সপি। মুল্য ২৭৮০০ টাকা।

বেন কিউ: নেট বুকের জন্যে একটি উলে-খযোগ্য নাম বেনকিউ। দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ-এর সমৃদ্ধ নেটবুকের জন্য তারা খ্যাতি অর্জন করেছে। বেনকিউ-র জয়বুক আর৪৩কে সিরিজ ১৪.৩" ডবি-উ ইন্টেল সেলেরন ৫৪০ প্রসেসর, ৬৫এনএম ১.৮৬ গি.হা. ১এমবি এল২, ৫৩৩ এমএইচজেড সিস এম৬৭২, ডিডিআর২-১জিবি, এইচডিডি-৮০জিবি সাটা, ৮এক্স ডিভিডি সুপার-মাল্টি, বিল্ট- ইন- ৫৬/কে/ভি.৯২ মডেম, বিল্ট-ইন- ৮০২.১১বি/জি ডবি-উ ল্যান, ৪-ইন-

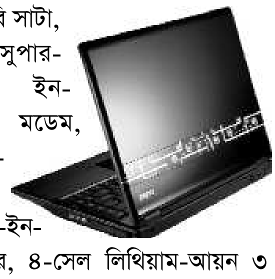

ওয়ান কার্ড রিডার, ৪-সেল লিথিয়াম-আয়ন ৩ ঘণ্টা ব্যাটারিসহ ২.৩৮ কেজি। জয়বুক আর৪৩কে সিরিজের এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে দুই বছরের লিমিটেড ওয়ারেন্টি। দাম-৩০,৫০০।

প্রোলিংক: বাংলাদেশে প্রোলিংক ব্র্যান্ড নামটি নতুন না হলেও ল্যাপটপের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে

নতুন। খুব বেশিদিন হয়নি বাজারে এসেছে এর নেটবুকটি। কম দাম ও ভাল কনফিগারেশন এই নেটবুকটিকে অনেকের নজরে এনেছে। অ্যাটম প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ১৬০ গিগা হার্ডড্রাইভ, ১০.১” এল সি ডি মনিটর, ১.৩ মেগা পিক্সেল ওয়েবক্যাম, অয়্যারলেস ল্যান, প্রায় ছয় ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ ইত্যাদিসহ এই নেটবুকটির মুল্য পড়ে ২৫০০০ টাকা। সাথে থাকছে এক বছরের ওয়ারেন্টি।

নেটবুক ছাড়াও ...

আপনারা মনে হয় নেটবুকের কথা শুনতে শুনতে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন যে কম বাজেটের মধ্যে বোধহয় নেটবুক ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এ আশঙ্কা ভুল। যারা মুলধারার ল্যাপটপ পছন্দ করেন তাদের জন্যেও আছে বেশ কিছু চয়েস। এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

এইচপি: এইচপি-র বেশ কিছু ল্যাপটপ আছে যেগুলো অনায়াসে ইকোনোমি গ্রুপে ফেলা যায়। কম্প্যাক প্রেসারিও সি কিউ৪০-৬২৯ টি ইউ মডেলটি সেলেরন ডুয়ালকোর ১.৮ গিগা হার্জ প্রসেসর, দুই গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডড্রাইভ, সুপার মাল্টি ডিভিডি রাইটার, অয়্যারলেস ল্যান, কার্ড রিডার, ওয়েবক্যাম ও ১৪.১” এলসিডি মনিটরসহ ৩৫,৫০০ টাকা। এইচপি কম্প্যাক ৫১০ নোটবুক পিসি মডেলটি ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্জ প্রসেসর দিয়ে তৈরি। দুই গিগা র‌্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, সুপার মাল্টি ডি ভি ডি রাইটার, অয়্যারলেস ল্যান, ১৪.১” এলসিডি মনিটর, ওয়েব ক্যাম, কার্ড রিডার। ছয় সেল ব্যাটারি দেবে প্রায় ২.৫ ঘণ্টা ব্যাকআপ। সাথে থাকছে একটি ফ্রি ক্যারিয়িং কেস। মুল্য ৪৫০০০ টাকা।

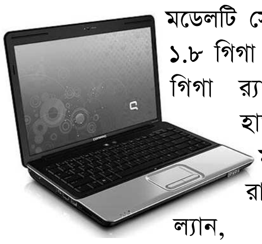

ডেল: ডেল ব্র্যান্ডের একটি সুনাম ও একটি দুর্নাম আছে। সুনামটি হল, এর মেশিনগুলো টেকসই ও হার্ডি। ঝামেলা কম করে। আর দুর্নামটি হল, কনফিগারেশন তুলনায় দাম বেশি হয়ে থাকে। এখন আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন কোনটি সঠিক। ইন্সপায়ারন ১৩২০ মডেলের নোটবুক পিসিটি ইন্টেল ডুয়ালকোর প্রসেসর ২.১ গিগাহার্জ প্রসেসর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দুই গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডডিস্ক, ব্লুটুথ, ওয়েবক্যাম, অয়্যারলেস ল্যান। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ টাইম দেবে ছয় সেলের ব্যাটারি। সমস্যা মনে হতে পারে যেগুলো, সাথে ডি ভি ডি ড্রাইভ নেই। একটি এক্সটার্নাল ড্রাইভ ব্যবহার করতে হবে। মনিটরটি ১৩.৩”, খুব বেশি ছোট না হলেও এটি অন্যগুলোর তুলনায় আকারে বেশ ছোটই মনে হয়। সাথে থাকছে ডেলের বিশেষ ল্যাপটপ ব্যাগ। ওয়ারেন্টি এক বছর। মুল্য ৪৫,০০০ টাকা।

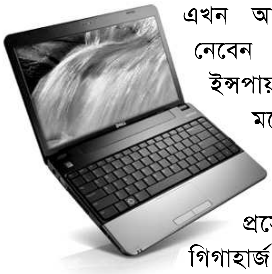

এসার: বাজারে এসারের নামটি কম মুল্যে বেশি কনফিগারেশনের ডিভাইস দেবার জন্যে খ্যাত। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইমেশিনস নামে এসার যে ল্যাপটপটি বাজারে এনেছে সেটি নিঃসন্দেহে কম দামে ভাল একটা কনফিগারেশনের নোটবুক। ডুয়াল কোর ২.১ গিগাহার্জ প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ১৪” এলসিডি মনিটর, ওয়েব ক্যাম, ফাইভ ইন ওয়ান কার্ড রিডার, অয়্যারলেস ল্যান ও প্রায় ২.৫ ঘণ্টা ব্যাকআপ টাইম। ওয়ারেন্টি এক বছর। মুল্য ৩৩৮০০ টাকা। ডুয়ালকোর মেশিনের জন্যে একটু অবিশ্বাস্য মুল্যই বটে। এসারের আর একটি মডেলের কথা উলে-খ করা যায়, অ্যাসপায়ার ৫৭৩৮জি।

এখানেও এসারের খ্যাতি অক্ষুন্ন আছে। ডুয়ালকোর ২.২ গিগাহার্জ প্রসেসর, দুই গিগা র‌্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ১৫.৬” এল সি ডি মনিটর, ব-ুটুথ, অয়্যারলেস ল্যান, কার্ড রিডার ও ওয়েব ক্যাম। বিশেষ ফিচার যেটা এর আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই, তা হল ডলবি ডিজিটাল সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম ও বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা; যেখানে আপনার হাতের ছাপই হতে পারে আপনার পাসওয়ার্ড। ওয়ারেন্টি এক বছর। মুল্য ৪০,৮০০ টাকা।

লেনোভো: বাংলাদেশের বাজারে লেনোভোর নাম একটু কম শোনা গেলেও মানসম্পন্ন পণ্যের কারণে দ্রুত এটি খ্যাতি অর্জন করছে। লেনোভো ৩০০০ জি৫৩০এল মডেলটি ডুয়ালকোর ২.১ গিগাহার্জ প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডড্রাইভ, ১৫.৪” এল সি ডি মনিটর, ডিভিডি রাইটার, অয়্যারলেস র‌্যাম, ওয়েবক্যাম, ভালো একটি সাউন্ড সিস্টেম আছে এই ল্যাপটপটিতে। বিশেষ ফিচার রয়েছে ফেস ভেরিফিকেশন সিস্টেম। আপনার চেহারাই হতে পারে আপনার পাসওয়ার্ড। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ মূল্য ৪০,০০০ টাকা।

তোশিবা: তোশিবার স্যাটেলাইট এল৫১০-পি৪০৬ মডেলটি আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন। এত ডুয়ালকোর ২.১ প্রসেসর, এক গিগা র‌্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১৫.৪” ডিসপে-, ডিভিডি রাইটার, ওয়েব ক্যাম, অয়্যারলেস ল্যান। ছয় সেলের ব্যাটারি দেবে ২.৫ ঘণ্টা ব্যাকআপ। এক বছরের ওয়ারেন্টিসহ মুল্য দাঁড়াবে ৪২৫০০ টাকা।

মিড লেভেল ইউজার

যারা ল্যাপটপ ব্যবহারের পাশাপাশি নানারকম সুযোগ সুবিধা পেতে পছন্দ করেন, তাদের জন্যে একটি ভাল অপশন হতে পারে এই গ্রুপের ল্যাপটপগুলো। এ গ্রুপে মূলধারার ল্যাপটপই বেশি। বেশি আকারের হার্ডড্রাইভ, বেশি র‌্যামসহ ডুয়ালকোর কিংবা কোর টু ডুয়ো প্রসেসর যুক্ত এই ল্যাপটপগুলো দিয়ে প্রায় সব রকম কাজই করা যায়। এর পাশাপাশি এগুলোতে ভাল পারফরমেন্স-এর পাশাপাশি স্টাইলটাকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার ফলে একজন এই ঘরানার ল্যাপটপগুলো অনেক শৌখিন মানুষের শখও মেটাতে পারবে ধরে নেয়া যেতে পারে। এই গ্রুপে আমরা ৪৫০০০ থেকে শুরু করে ৭৫০০০ টাকার মাঝের ল্যাপটপগুলো থেকে বাছাই করা কিছু কম্পিউটার আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এইচপি: এইচপি প্রোবুক ৪৫১০এস নোটবুক পিসি মডেলটি কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্জ প্রসেসর দিয়ে তৈরি হয়েছে। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে প্রসেসর একটি বড় প্রভাব রাখে দামের ব্যাপারে। একই কনফিগারেশনের ল্যাপটপে শুধু প্রসেসরের পার্থক্যের কারণে দামের ক্ষেত্রে সাত থেকে দশ হাজার টাকার পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। এইচপি’র এই মডেলটিতে দুই গিগা র‌্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্কসহ আরও কিছু কমন ফিচার যেগুলো আগে আলোচিত হয়েছে। এতে বাড়তি আছে এক্সটারনাল ৫১২ মেগাবাইটের গ্রাফিক্স কার্ড। সাথে থাকছে একটি ফ্রি ক্যারিয়িং কেস। এক বছরের ওয়ারেন্টিসহ মুল্য পড়ে ৫৮৫০০ টাকা।

এইচপি প্যাভিলিয়ন ডিভি৩-২২১৪ টিএক্স মডেলটির সাথে আগের মডেলের কনফিগারেশনের তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রসেসরটি তুলনামুলকভাবে উন্নত। এনভিডিয়ার একটি গ্রাফিক্স কার্ড সাথে যুক্ত আছে। আরেকটি বাড়তি ফিচার হলো

ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। সাথে উইন্ডোজ সেভেন এর জেনুইন কপিসহ এক বছরের ওয়ারেন্টি নিয়ে ল্যাপটপটির মুল্য দাঁড়িয়েছে ৭৩০০০ টাকা।

ডেল: হার্ডি জিনিস বলে নাম আছে ডেলের। ভোস্ট্রো ১০১৪ মডেলের ডেল নোটবুকটিতে কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্জ প্রসেসর এর সাথে দুই গিগা র‍্যাম ও ২৫০ গিগা হার্ডড্রাইভ সহ অন্য সব সাধারণ ফিচার রয়েছে। এক বছর ওয়ারেন্টি ও সাথে ফ্রি ক্যারিয়িং কেসসহ মুল্য ৪৮,০০০ টাকা। স্টুডিও -১৪৫০এন মডেলটি ডেলের কম দামের মাঝে একটি ভাল জিনিস। এটি দিয়ে ল্যাপটপের সাধারণ কাজের পাশাপাশি অনেক প্রফেশনাল কাজও করা যাবে। কোর টু ডুয়ো প্রসেসর, ডিডিআর ৩ র‍্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১৪" এল সি ডি ডিসপে-সহ সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ ফিচার। এর বেসিক কনফিগারেশনটি একে অনেক অনেক কাজের কাজি করে তুলতে পারে। এক বছরের ওয়ারেন্টি ও সাথে ফ্রি ক্যারিয়িং কেস সহ মুল্য ৭২,০০০ টাকা।

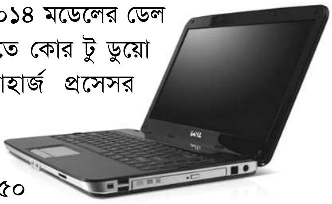

লেনোভো: লেনোভো-র ৩০০০ জি৪৫০ মডেলটি কোর টু ডুয়ো প্রসেসর সম্পন্ন। র‍্যামটি ডিডিআর ৩ এর দুই গিগা। ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক সহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। সে সঙ্গে আরও আছে ফেস রিকগনিশন সিস্টেম, বিশেষ সাউন্ড সিস্টেম, বিশেষ ডাটা রিকভারি সিস্টেম। এক বছর ওয়ারেন্টি। মুল্য ৫২,৫০০ টাকা। লেনোভো আইডিয়া প্যাড ওয়াই ৪৫০ মডেলটিও কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্জ প্রসেসর দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। সাথে তিন গিগা ডিডিআর ৩ মেমোরি, ৩২০ গিগা হার্ডড্রাইভসহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। সাথে আছে জেনুইন উইন্ডোজ সেভেন। ডলবি ডিজিটাল হোম থিয়েটার সাউন্ড সিস্টেম। এক বছর ওয়ারেন্টি সহ মুল্য ৬৭,৫০০ টাকা।

এসার: এসারের অ্যাসপায়ার ৪৮১০টি মডেলটি একটি উন্নত কনফিগারেশনের ল্যাপটপ বলে মনে হবে আপনার। দামের সাথে তুলনা করলে মনে হবে কম দামে বেশি জিতছেন এসারে। কোর টু ডুয়ো ১.৩ গিগাহার্জ প্রসেসর, তিন গিগা ডিডিআর৩ মেমোরি, ৩২০ গিগা গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ১৪.১" এইচ ডি ডিসপে--র সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ ফিচারের পাশাপাশি ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম এর সাথে সিকিউরিটি ফিচার হিসেবে এসার বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার স্ক্যানার রয়েছে। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ মুল্য পড়বে ৫৯০০০ টাকা।

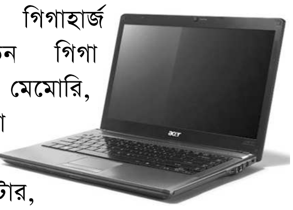

আসুস: বাজার মাত করে দিয়েছে এবার আসুস, তাদের নতুন ইউএল৮০ এজি এস ইউ৭৩০০ মডেলটি দিয়ে। হাই এন্ড একটি ল্যাপটপ এটি। কিন্তু তার থেকে বড় কথা হাই এন্ড ল্যাপটপ হবার পরও এটি তার আট সেলের ব্যাটারি থেকে ব্যাকআপ দিতে পারছে ১০ ঘণ্টারও বেশি - অবশ্য শর্ত সাপেক্ষে! অন্যান্য কনফিগারেশনের থেকেও আসুস কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। কোর টু ডুয়ো ১.৩ গিগাহার্জ প্রসেসর, দুই গিগা র‍্যাম, ৫০০ গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার ও ১৪" এল সি ডি ডিসপে-র সঙ্গে অনান্য সাধারণ ফিচার। এইট ইন ওয়ান মাল্টি কার্ড রিডার আছে এতে। উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেম, এইচডি ভিডিও আউটপুট নিয়ে দুই বছর আন্তর্জাতিক ওয়ারেন্টি সহ মুল্য পরে ৫৮,৫০০ টাকা।

ফুজিৎসু: একটি স্টাইলিস চয়েস হতে পারে ফুজিৎসুর ল্যাপটপগুলো। জাপানি একটি ব্র্যান্ড হিসেবে এর রয়েছে বাড়তি সুনাম। লাইফবুক এ১২২০ মডেলটি হতে পারে আপনার পছন্দের একটি ডিভাইস। কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্জ প্রসেসর, দুই গিগা ডিডিআর ৩ মেমোরি, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১৫.৬" ডিসপে-সহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। এইচডি আউটপুট রয়েছে সাথে। ছয় সেলের ব্যাটারি দিতে পারবে ৫.৫ ঘণ্টা ব্যাক্যাপ টাইম। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ মুল্য পড়ে ৭৫,০০০ টাকা।

অ্যাডভান্স ইউজার

বড় ব্যবসায়ী, বহুজাতিক কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রফেশনাল কাজে কম্পিউটার ব্যবহারকারী অথবা অর্থবান শখের গেমার, সকলের চাহিদার সকল কিছু পাওয়া যেতে পারে অ্যাডভান্স লেভেল ল্যাপটপ কম্পিউটারগুলোতে। ক্ষমতা, দক্ষতা, অত্যাধুনিক সব যান্ত্রিক সংযোজন সহ স্টাইল এসে মিশেছে এই গ্রুপে। সর্বোচ্চ প্রসেসিং পাওয়ার, সর্বাধিক র‍্যাম ও হার্ড ড্রাইভ, অত্যাধুনিক সব সিকিউরিটি ফিচার এ ল্যাপটপগুলোকে করে তুলেছে অসাধারণ। মুল্যটাও নেহাত কম নয়, ৭৫০০০ টাকা থেকে শুরু করে প্রায় আকাশ ছোঁয়া। নিত্য নতুন সব টেকনোলজি এ গ্রুপের ল্যাপটপেই দেখা যায়।

অ্যাপল: যে ব্র্যান্ডটির কথা এর আগে কোনবারই উলে-খ করা হয়নি সেটি অ্যাপল। এই ব্র্যান্ডের ডিভাইসগুলো সারা বিশ্বে কোটি কোটি ইউজারের প্রিয়। আন্তর্জাতিক বাজারের কথা বললাম। বাংলাদেশের জন্যে অ্যাপল অত্যন্ত দামি একটি ব্র্যান্ড। এর সবচেয়ে কমদামের মডেলটি শুরু হয়েছে ৯০,০০০ টাকা দিয়ে। আর উপরের দিকে যাবার তো কোন সীমা নেই। ম্যাকবুক হোয়াইট-এ আছে কোর টু ডুয়ো ২.১৩ গিগাহার্জ প্রসেসর, দুই গিগা র‍্যাম, ১৬০ গিগা হার্ডড্রাইভ। এনভিডিয়ার ৯৪০০এম সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড সহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। আগেই বলা হয়েছে, অন্যান্য ল্যাপটপ ব্র্যান্ড দিয়ে অ্যাপলকে বিচার করলে চলবে না। এর দাম দিয়ে বিচার করলে আপনার মনে হবে এটি ল্যাপটপের মধ্যে সুপার ল্যাপটপ কিনা। কিন্তু না। এর দাম এর ব্র্যান্ড নেম-এ। ইউজার ফ্রেন্ডলিনেস ও সহজ ইন্টারফেস একে অনেকের কাছেই জনপ্রিয় করেছে। কোনোরকম ভাইরাস আক্রমণ না করার যে সুনাম আছে অ্যাপলের সেটিও কম নয়। তবে এর অপারেটিং সিস্টেম আমাদের চেনা জানা উইন্ডোজ এর মত নয়। তাই অনেকেই কিনে পড়ে যান বিপদে। এ কারণেই পরামর্শ রইল, ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা না থাকলে অ্যাপল কিনতে যাবেন না। অ্যাপলের আর একটি বড় সমস্যা হল এর সাপোর্ট সফটঅয়্যার। উইন্ডোজ-এর ক্ষেত্রে অনেক সফটঅয়্যার পাইরেটেড, ওপেন সোর্স ভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাপল ম্যাক এর ক্ষেত্রে এটি অনেক কঠিন। আপনাকে প্রত্যেকটি সফটঅয়্যার কিনে ব্যবহার করতে হবে। ফ্রি পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা। সিডির দামে সফটঅয়্যার পেতে ভালবাসি। তাই যদি বলা হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকার শুধু সফটঅয়্যারই কিনতে হতে পারে অ্যাপল এর ক্ষেত্রে, কথাটা ভয় পাইয়ে দেবার মত। অ্যাপলের আরও কয়েকটি মডেল হল, ম্যাকবুক এয়ার ১.৮৬ গিগাহার্জ মডেলটিও কোর টু ডুয়ো প্রসেসর দিয়ে রেডি করা হয়েছে। চার গিগা মেমোরি, ১২০ গিগা হাই স্পিড সাটা হার্ড ড্রাইভ, এনভিডিয়া ৯৪০০এম গ্রাফিক্স কার্ডসহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। ম্যাকবুক এয়ার-এ বিশেষ আকর্ষণ হল এটিকে বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে পাতলা নোটবুক বলা হয়। নামটি বোধহয় সে কারণেই এয়ার। মুল্য ১,৩৪,০০০ টাকা।

সনি: কেউ যদি পরিচিত জিনিসের মধ্যে স্টাইল খুঁজতে চায়, নিজের ব্যক্তিত্বকে তার আশেপাশে ছড়িয়ে দিতে চায়, সনিই তখন হবে অন্যতম চয়েস। অত্যন্ত স্টাইলিস, গর্জিয়াস ও আধুনিক ডিজাইনের সনি ল্যাপটপগুলো খুবই আকর্ষণীয়। এখানে বিশেষ

কোনো মডেলের কথা উলে-খ করব না কারণ মডেলের বর্ণনা শুনে সনি ল্যাপটপ সম্পর্কে কিছু বোঝা কঠিন। অন্য সব ল্যাপটপের মতই ভাল প্রসেসর, র‌্যাম, হার্ডডিস্কসহ অনেক কিছু মিলে একটি সনি ল্যাপটপ। এতো কেবল ভেতরের কথা। সনিকে আলাদা করে চিনতে হলে তাকাতে হবে এর স্টাইলের দিকে। ৮০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে অনেকগুলো মডেল আছে সনির। দেখে, পছন্দ করে কিনে নিন আপনার মডেলটি।

এইচপি: প্যাভিলিয়ন টি এক্স টু ১০১১এইউ মডেলের নোটবুকটি র‌্যাম কিংবা প্রসেসরের দিক থেকে অনেক মিড লেভেল নোটবুকের কাছাকাছি।

কিন্তু এর ওভারঅল পারফরমেন্সের তুলনা কোনো মিড লেভেল নোটবুকের সঙ্গে করা চলে না। এএমডি টিউরন ২.৩ গিগাহার্জ প্রসেসর এই নোটবুকটির হার্ট। দুই গিগা র‌্যাম, ২৫০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১২" এল সি ডি ডিসপে-, দুই মেগা পিক্সেল ওয়েব ক্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৯২০০ গ্রাফিক্স কার্ডসহ আরো কিছু সাধারণ ফিচার। এর ডিভিডি রাইটারটি ডুয়াল লেয়ার রাইটিং সাপোর্ট করে। আর বিশেষ ডিস্ক ব্যবহার করতে পারলে ডিস্কের উল্টো পাশে প্রিন্টিং এর কাজও করতে পারে এই রাইটারটি। জেনুইন ভিস্তা ও এক বছরের ওয়ারেন্টিসহ মূল্য ৯০,০০০ টাকা।

ডেল: প্রফেশনাল কাজের মানুষ, ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত শিল্পী কিংবা ভারি কাজে করতে চান এমন মানুষদের জন্যে একটি অসাধারণ চয়েস হতে পারে ডেলের স্টুডিও এক্সপি এস ১৬৪৫ মডেলের ল্যাপটপটি। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রসেসর কোর আই সেভেন এই ল্যাপটপটিকে শক্তি যোগায়। ১.৬ গিগাহার্জ

গতিতে চলতে সক্ষম এই প্রসেসরটি আটটি ভিন্ন কাজ করতে পারে একসঙ্গে। টার্বো মোডে ব্যবহার করলে এর ক্ষমতা বাড়তে পারে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত। আছে চার গিগা ডিডিআর ৩ র‌্যাম, ৫০০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১৫.৬" ডিসপে-সহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। এর বিশেষ আকর্ষণ প্রসেসরের পাশাপাশি হল এর ব-ু রে ড্রাইভটি। এ ড্রাইভ দিয়ে নতুন জামানার ব-ু রে ডিস্ক পড়া ও সাধারণ ডিভিডি রাইট করা যাবে। অন্য একটি ফিচার হল এর গ্রাফিক্স কার্ডটি। এ টি আই রেডিওন এইচডি ৪৬৭০ এক গিগা মেমোরির গ্রাফিক্স কার্ডটি একে উঁচুমানের গ্রাফিক্স-এর পৃথিবীতে দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। নয় সেলের ব্যাটারি, এক বছর ওয়ারেন্টি ও ফ্রি ক্যারিয়িং কেসসহ এর মুল্য দাড়ায় ১,৪০,০০০ টাকা।

ফুজিৎসু: লাইফবুক এস৬৫২০ মডেলটি কোর টু ডুয়ো প্রসেসর দিয়ে তৈরি হলেও এর সাথে থাকা পিএম৪৫ চিপসেটের ইন্টেল মাদারবোর্ড একে

দিয়েছে অন্য ধরনের সামর্থ্য। ২.৮ গিগা হার্জ প্রসেসর, চার গিগা মেমোরি, ৫০০ গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ফিঙ্গার বায়োমেট্রিক স্ক্যানারসহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। ছয় সেলের ব্যাটারি একে ৩.৫ ঘণ্টার ব্যাকআপ দিতে পারে। তিন বছর ওয়ারেন্টি সহ মূল্য ১,৬৫,০০০ টাকা।

এসার: এসার অ্যাসপায়ার ৫৭৩৮পিজি টাচ মডেলটি একটি ভিন্ন আমেজ এনে দিতে পারে আপনার কাজে। কোর টু ডুয়ো ২.২ প্রসেসর, ১৫.৬ ডিসপে-, চার গিগা র‌্যাম, ৫০০ গিগা হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ডলবি

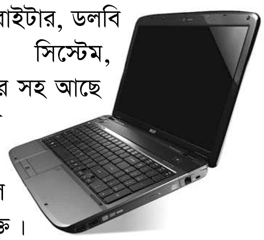

হোম থিয়েটার সিস্টেম, বায়োমেট্রিক স্ক্যানার সহ আছে অন্যান্য সাধারণ ফিচার। এর বাড়তি বিশেষত্ব হল এর টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি। স্পর্শের মাধ্যমে আপনি করে নিতে পারবেন অনেক কিছু। এর সাথে থাকা এ টি আই রেডিওন ৪৫৭০ এইচ ডি গ্রাফিক্স কার্ডটি শক্তিশালী গ্রাফিক্স সাপোর্ট দেবে আপনাকে। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ মুল্য দাঁড়াবে ৭৭,৮০০ টাকা।

লেনোভো: লেনোভো আইডিয়া প্যাড ওয়াই ৬৫০ কোর টু ডুয়ো ২.৫৩ গিগাহার্জ প্রসেসর দিয়ে তৈরি।

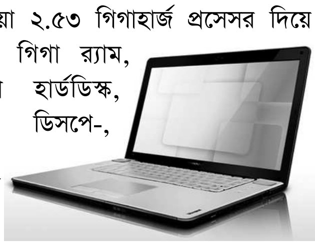

চার গিগা র‌্যাম, ৩২০ গিগা হার্ডডিস্ক, ১৬.১" ডিসপে-, এনভিডিয়া জি ফোর্স ৫১২ মেগা কার্ড, বায়োমেটিক্স ফেস রিকগনিশন সিস্টেম, ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম এবং টিভি কার্ড ও রিমোটসহ অন্যান্য সাধারণ ফিচার। এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ মুল্য ৯২০০০ টাকা।

ল্যাপটপের ব্যাটারি

মানুষের ল্যাপটপ ব্যবহার করার পেছনে মূল কারণ হল এর পোর্টেবলিটি। এর পোর্টেবিলিটিকে সাপোর্ট দিচ্ছে এর ব্যাটারি ইউনিট। তাই ল্যাপটপ কিনবার সময় আপনার দরকার ও সাধ্যের সাথে মানানসই ব্যাটারি ব্যাকআপ সিস্টেম চিনে নিতে ভুলবেন না। বাজারে প্রচলিত ল্যাপটপগুলো সাধারণত ২.৫ ঘণ্টা থেকে ৩.৫ ঘণ্টা ব্যাকআপ দিতে পারে, যা একজন মিড লেভেল ব্যবহারকারীর জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু যদি বলা হয় একজন অ্যাডভান্স ব্যবহারকারী, একজন প্রফেশনাল, ব্যবসায়ী নয়ত একজন নির্বাহী কর্মকর্তার কথা, তাহলে অন্যসব কিছুর পাশাপাশি লং টাইম ব্যাটারি ব্যাকআপ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান বাজারে যে নেটবুকগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো অনেক বেশি সময় ব্যাকআপ দিতে পারে, ৬ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যেতে পারে মডেল ও ব্র্যান্ড ভেদে।

সম্প্রতি আসুস বাজারে এনেছে একটি মুলধারার ল্যাপটপ যেটি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ টাইম দিতে পারে। ল্যাপটপ কিনবার সময় যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সেটি কত সেলের ব্যাটারি সম্পন্ন? আন্তর্জাতিক বাজারে ৩ সেল, ৬ সেল, ১২ সেল এর ব্যাটারি পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে প্রথম দুটিই বেশি প্রচলিত। ব্র্যান্ড ও মডেল ভেদে আপনার সুযোগ থাকবে প্রয়োজনে বেশি সেলের ব্যাটারি বসিয়ে নেবার। অনেক ল্যাপটপে দুটি ব্যাটারি চেম্বার থাকে। সেদিক থেকেও আপনি লাভবান হতে পারেন।

ব্যাটারি ওয়ারেন্টি: আপনার ল্যাপটপের সাথে যে ব্যাটারিটি আসে, তার ওয়ারেন্টি টাইম বেশির ভাগ সময়ই ল্যপটপটির ওয়ারেন্টি টাইমের অর্ধেক হয়ে থাকে। যেমন, আপনার ল্যাপটপটি যদি এক বছরের ওয়ারেন্টি টাইমের হয়ে থাকে, তবে সাধারণভাবে এর ব্যাটারির ওয়ারেন্টি টাইম হবে ছয় মাস। যেসব কারণে আপনি ব্যাটারি ওয়ারেন্টি সার্ভিস পেতে পারেন তা হল, ল্যাপটপটি কিনবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আপনার ব্যাটারি ব্যাকআপ টাইম উলে-খযোগ্য হারে কমে গেলে। ব্যাটারি চার্জ হতে বেশি সময় লাগে কিন্তু বেশি সময় ব্যাকআপ দিতে পারে না। চলতে চলতে হঠাৎ করে ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে গেলে। এসব ক্ষেত্রে আপনি ওয়ারেন্টি সার্ভিস পেতে পারেন।

ব্যাটারি ওয়ারেন্টি শেষ হবার পর? ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হবার পর আপনি ব্যাটারি নিয়ে বিপদে পড়লে প্রথম সমাধান হতে পারে আপনার ভেন্ডর, যার কাছ থেকে আপনি ল্যাপটপ কিনেছেন তাদের দ্বারস্থ হওয়া। আপনার ভেন্ডর আপনার মডেল ও ব্র্যান্ড মিলিয়ে আপনার জন্যে নতুন ব্যাটারির ব্যবস্থা করে দেবে, অবশ্যই আপনার খরচে! অন্য সমাধান হতে পারে বাজারের ল্যাপটপ অ্যাকসেসরিজ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি ব্যাটারি কিনে নেয়া। তবে সাবধান! সতর্ক হন। হয়ত আপনি আসলের দামে একটি চাইনিজ দ্বিতীয় মানের ব্যাটারি পাচ্ছেন। কিনবার সময় অভিজ্ঞ কাউকে সাথে রাখুন।

সর্বশেষ সংযোজনটি হল, একটি বিশেষ টুল যেটা আপনাকে বাড়তি ব্যাটারি টাইম দিতে পারবে অনায়াসে। এটি একটি ইউনিভার্সাল এক্সটারনাল ব্যাটারি প্যাক। বাজারের প্রায় সবগুলো

*** আন্তর্জাতিক বাজার ও ডলারের দামের উপর নির্ভর করে ল্যাপটপের দাম কম বেশি হতে পারে**

ল্যাপটপেই আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এটি আপনার ল্যাপটপের মুল পাওয়ার কেবলের সাথে যুক্ত থেকে বাড়তি পাওয়ার সাপ-াই করবে। এর পাওয়ার শেষ হয়ে যাবার পর আপনার ল্যাপটপের নিজস্ব ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ-াই চালু হবে। এই বিশেষ পাওয়ার প্যাক ব্যবহার করে আপনি ৩ থেকে ৪ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ পেতে পারেন। বাজারে ইউনিভার্সাল ব্যাটারি ব্যাকআপ নামে পরিচিত। মুল্য পড়বে প্রায় ৭০০০ টাকা।

ল্যাপটপ সার্ভিসিং

ল্যাপটপ কিনবার পরপরই যে কথাটা আপনার মনে হতে থাকবে কোন সন্দেহ ছাড়া তা হল, নষ্ট হলে ঠিক করাবেন কোথা থেকে? আপনি ল্যাপটপ কিনার সময়ই আপনার ভেন্ডর-এর কাছ থেকে পাচ্ছেন একটি বিশেষ সেবা যেটি আজকালকার সময়ে কারোই অজানা নয়। সেটি হল ওয়ারেন্টি। আপনি ব্র্যান্ড ভেদে এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পেতে পারেন। কিছু বিশেষ ব্র্যান্ড আবার বাড়তি অর্থের বিনিময়ে বেশি সময়ের এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি প্রদান করে থাকে। ওয়ারেন্টির শর্ত অনুযায়ী, কোনোরকম ফিজিক্যাল ড্যামেজ না হলে অথবা ব্যবহারকারীর দোষে কোন ক্ষতি না হয়ে যদি ম্যানুফ্যাকচারারের কোনো উৎপাদনগত ত্রুটির কারণে আপনার মেশিন কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা সঠিক পারফরমেন্স প্রদর্শন করতে না পারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে, তাহলেই আপনি এর জন্য বিনা পয়সায় নতুন ল্যাপটপ অথবা ল্যাপটপের ত্রুটিটি সারিয়ে দেবার জন্যে তাদের কাছে দাবি জানাতে পারেন। ভেন্ডর ভেদে এ শর্তে সামান্য অদল বদল হতে পারে, তবে ওয়ারেন্টি শর্তের মুল কথা এটিই। বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বাজারজাত করেন, তাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব ল্যাব। ব্র্যান্ড ভেদে ও সমস্যার জটিলতা ভেদে তিন থেকে সাত দিনের মাঝেই আপনি আপনার ল্যাপটপটি সমস্যামুক্ত করে ফেরত পেতে পারেন। অনেক সময় আমরা দেশের বাইরে থেকে ল্যাপটপ পেয়ে থাকি। আত্মীয় স্বজনদের উপহার, বিশেষ কনফিগারেশনের ডিভাইস যেটা হয়ত বা এখনও বাংলাদেশের বাজারে সুলভ হয়নি অনেক সময় আমরা বিদেশগামী কাউকে দিয়ে আনিয়ে থাকি। এসব ডিভাইসের মূল সমস্যা দাঁড়ায় ওয়ারেন্টি ও সার্ভিসিং-এ। আপনি যেহেতু ল্যাপটপটি বাংলাদেশের কোনো বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেননি, তার ফলাফল, আপনার ডিভাইসটির কোনো ওয়ারেন্টি অন্তত বাংলাদেশে নেই। কোনোরকম সমস্যা হলে আপনি পড়ে যান বিপদে। তাই আপনাদের ওয়ারেন্টির বাইরে সার্ভিস করায় এমন কিছু রেপুটেড সার্ভিস সেন্টার এর কথা এখানে উলে-খ করা হল। এরা একটি যুক্তিসঙ্গত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ল্যাপটপ সার্ভিসিং করে থাকে। এ ধরনের বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত:

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার: আইডিবি ভবনের নিচ তলায় এদের সার্ভিস সেন্টারটি অবস্থিত। অন্য সবার মতই সব ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ডিভাইস রিপে-সমেন্টসহ মাদারবোর্ডের সব ধরনের সার্ভিসিং করার প্রতিশ্রুতি দেয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার। সার্ভিস চার্জ এক হাজার টাকা। তবে জটিলতা ভেদে চার্জ বাড়তে পারে। শপ ৩৩, নিচ তলা, আই ডি বি ভবন। ০১৭১৪০২১৪৭৪।

সাইবার ব্রিজ: আইডিবি ভবনের নিচতলার এ সার্ভিস সেন্টারটি অনেকদিন ধরেই সুনামের সাথে ল্যাপটপ সার্ভিসিং-এর কাজ করে আসছে। ল্যাপটপ সার্ভিসিং-এ তারা যে কোনো সাধারণ সমস্যা যেমন, কিবোর্ড অথবা মনিটরের সমস্যা, ইন্টারনাল হার্ডড্রাইভ সমস্যা, অথবা ডিস্ক ড্রাইভজনিত সমস্যায় রিপে-সমেন্ট ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। এ যন্ত্রাংশগুলো যে মেরামত করা যায় না, তা নয়। তবে মেরামত করালে যে খরচ, তার দাম দিয়ে সেই ডিভাইস নতুনভাবে কেনা যায়। তাই সাধারণত মেরামতের বদলে নতুন পার্টস লাগিয়ে নেয়াটাকেই বেশি প্রেফার করেন তারা। তবে ল্যাপটপের যে মাদারবোর্ডটি, এর কোনোরকম সমস্যা হলে সেটি অনেক ক্ষেত্রেই মেরামত করা সম্ভব। মাদারবোর্ড সার্ভিসিং-এর জন্যে বিশেষ চার্জ ও দরকারে ব্যবহৃত পার্টস-এর মূল্য নেয়া হয়। সব ক্ষেত্রেই পার্টসের মুল্য ল্যাপটপের মালিককেই বহন করতে হয়। মাদারবোর্ড সার্ভিসিং-এর ক্ষেত্রে সমস্যার জটিলতা ভেদে এক হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ হতে পারে। শপ ৩০, নিচতলা, আই ডি বি ভবন। সেল: ০১৭১৫০১৩৫০৭

প্রো টু: আইডিবি ভবনের চারতলায় অবস্থিত এ সার্ভিস সেন্টারটি বেশিদিন ধরে কাজ না করলেও তাদের কাজের গুণে অনেকেরই আস্থা অর্জন করেছে। যে কোনো সমস্যাতেই তারা এক হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকেন। সমস্যাযুক্ত পার্টস রিপে-সমেন্টসহ মাদারবোর্ডের সমস্যা সমাধান করবার জন্য তাদের আছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ টেকনিশিয়ান। তারা মাদারবোর্ডের বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস দেশের বাইরে থেকে আমদানী করে থাকে। এসবের পাশাপাশি কম্পিউটার রিলেটেড বিভিন্ন রকম অ্যাকসেসরিজ যেগুলো বাংলাদেশের বাজারে তেমনভাবে প্রচলিত নয়, সেগুলোও বিক্রয় করে থাকে। শপ ৩২১, চতুর্থ তলা, আই ডি বি ভবন। ফোন: ৮১২৫৪০৮।

দি সলিউশনস: আইডিবি-র দোতলায় অবস্থিত এই সার্ভিস সেন্টারটিও ল্যাপটপ সার্ভিস করে থাকে। সার্ভিস চার্জ অন্য সবার মতই এক হাজার টাকা। এর সাথে ল্যাপটপের অন্যান্য অ্যাকসেসরিজ সেবাও তারা দেবার চেষ্টা করে থাকে। শপ ১৪০, দ্বিতীয় তলা, আইডিবি ভবন। সেল: ০১৭১৮১১৭১৫১।

যত্ন নিন, ল্যাপটপকে ভাল রাখুন

ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপ কম্পিউটার একটু স্পর্শকাতর। এ কারণে যত্নআত্তি না করলে দীর্ঘদিন এটি ব্যবহার করা যাবে না। কীভাবে ল্যাপটপের যত্ন নিতে হবে সে ব্যাপারে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ সামান্য একটু খেয়াল করলেই আমাদের ল্যাপটপকে অনেকদিন ধরে রাখতে পারি কর্মক্ষম। কীভাবে? আসুন জানা যাক।

* ল্যাপটপের এগজস্ট ফ্যান স্ক্রিনের আশেপাশের এলাকাকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটা টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। এটি কোনো কারণে ব-ক হয়ে গেলে বাতাসের প্রবাহ কমে যাবে এবং আপনার ল্যাপটপে ওভারহিটিং-জনিত সমস্যা দেখা দেবে।

* ল্যাপটপ থেকে যে কোনা ধরনের পানীয়কে দূরে রাখুন। ল্যাপটপ ব্যবহার করতে করতে চা বা কফি খাওয়াকে যতই আকর্ষণীয় মনে হোক, কোনো কারণে উপচে ল্যাপটপে পড়লে এসব পানীয় ল্যাপটপের অভ্যন্তরীণ উপাংশের ক্ষতি করবে। একইভাবে অবশ্যই দূরে রাখুন যে কোনো খাবারকেও।

* ল্যাপটপ ব্যবহারের সময় হাতকে রাখুন পরিষ্কার। এতে ল্যাপটপ ব্যবহার যেমন সহজ হয়, তেমনি ধুলোবালি থেকে একে রাখে মুক্ত।

* এলসিডি মনিটরকে সুরক্ষিত রাখুন। ল্যাপটপ বন্ধ করা সময় পেন্সিল বা ইয়ারফোনের মত ছোট কোনো বস্তু যেন ভুলে কিবোর্ডের ওপর থেকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এগুলোর আঁচড় পড়লে ডিসপে-র ক্ষতি হবে।

* ল্যাপটপের বেজ (ভিত্তি) ধরে একে উপরে তুলুন, এলসিডি স্ক্রিন ধরে নয়। স্ক্রিন ধরে উপরে তুললে স্ক্রিন এবং স্ক্রিন ও বেজের সংযোগস্থলের (hinge) ক্ষতি হবে।

* অ্যাকসেসরিজ ডিভাইস প-াগ ইন করার সময় সঠিক স্-টে ঢোকাচ্ছেন কি না সেদিকে খেয়াল রাখুন। কোনো ডিভাইস ঢোকনোর আগে ল্যাপটপে সেটির সিম্বলটি ভালমত খেয়াল করুন। চাপাচাপি করবেন না, সকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

* গাড়িতে ল্যাপটপ রেখে বাইরে যাবেন না। গাড়ির ভেতরে তাপমাত্রার দ্রুত ওঠানামার বিপদ ছাড়াও কেবলমাত্র ল্যাপটপটি হাতানোর অভিপ্রায়েই দুস্কৃতকারীরা আপনার গাড়ির ক্ষতি করতে পারে।

* কোনো কম্পিউটার প্রফেশনালকে দিয়ে বছরে অন্তত একবার ল্যাপটপটি ক্লিন করানোর ব্যবস্থা করুন। ধুলো জমে গেলে ল্যাপটপট নিজেকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না, অতিরিক্ত তাপ ল্যাপটপের মাদারবোর্ডকে বিকল করে দিতে পারে। ■